NEWSLETTER

NOVEMBER 2024

BANGLADESCH JUGENDFÖRDERUNG
Verfasst von: Anisul Haque

Liebe Mitglieder, Spender und Unterstützer!

Zuerst bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen. Mit Ihrer Hilfe fördern wir seit 2009 arme und begabte Schüler in Bangladesch. Zu diesem Zweck haben wir bis heute ca. 35 Millionen Taka (ca. 350.000 Euro) nach Bangladesch geschickt.
In diesem Newsletter möchten wir mit einigen Grafiken unsere Arbeit und die Entwicklung darstellen. Wir hoffen, dass unsere Arbeit bei Ihnen Zustimmung findet und Sie weiterhin noch verstärkt bei uns bleiben.

প্রিয় সদস্য, দাতা ও শুভানুধ্যায়ী,

আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে আমরা ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্যে এই বৃত্তিপ্রকল্প চালু করেছি। এ অবধি প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা (প্রায় ৩৫০,০০০ ইউরো) বাংলাদেশে পাঠিয়েছি আমরা।
কিছু গ্রাফিক্সের মাধ্যমে এই নিউজলেটারে আমরা আমাদের কর্মপ্রবাহ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আশা করছি আমাদের কাজ আপনাদের ভালো লাগবে ও আপনারাও আরও উদ্যমী হয়ে আমাদের সাথে থাকবেন।

প্রদত্ত বৃত্তির পরিমান প্রায় প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে। ২০২০ সালের হঠাৎ বর্ধিত বৃত্তির অংক সে সময়ের করোনাকালীন সাহায্যের ফল।

In dieser Grafik sehen Sie, dass die Stipendienbeträge kontinuierlich steigen. Der Sprung im 2020 zeigt die außerordentliche „Corona-Hilfe“.

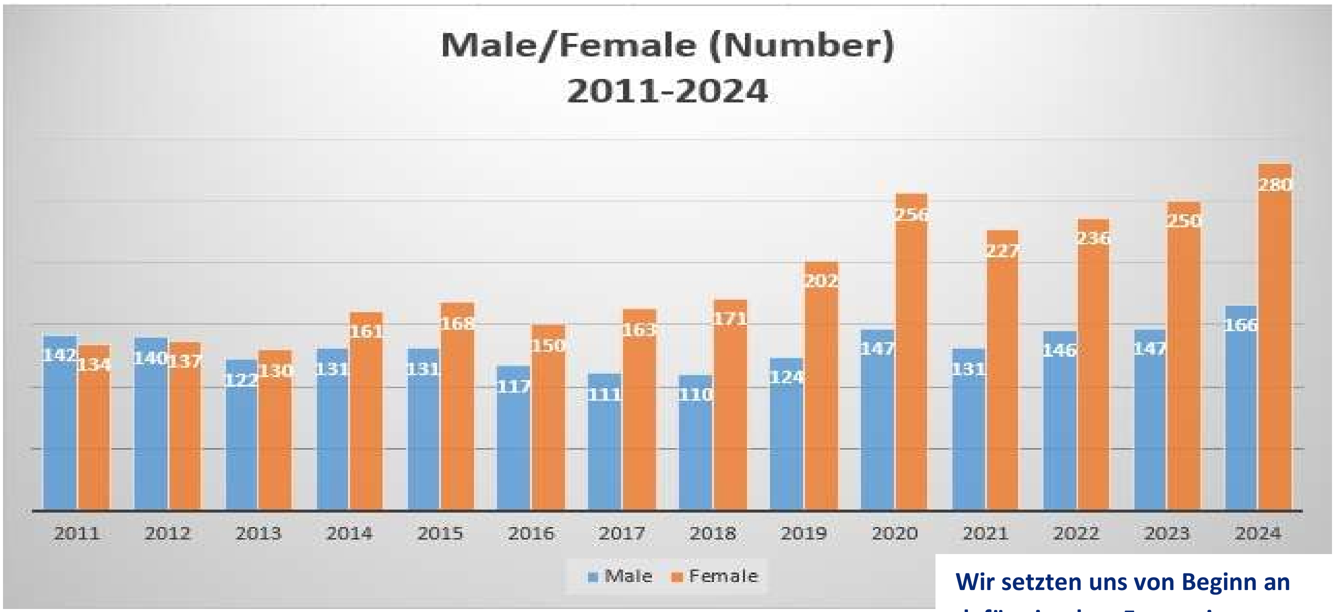

Wir setzten uns von Beginn an dafür ein, dass Frauen in Bangladesch mehr Bildungschancen erhalten. Deswegen haben wir die Anzahl der Frauen in unserem Stipendienprogramm stets gesteigert. Das sehen Sie in den beiden Grafiken deutlich.

বাংলাদেশের নারীরা শিক্ষায় আরও এগিয়ে যেতে পারেন, এটিও আমাদের প্রচেষ্টা। সেকারনেই ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে নজর রেখেছি আমরা। তারই প্রমাণ এই দুটি গ্রাফ।

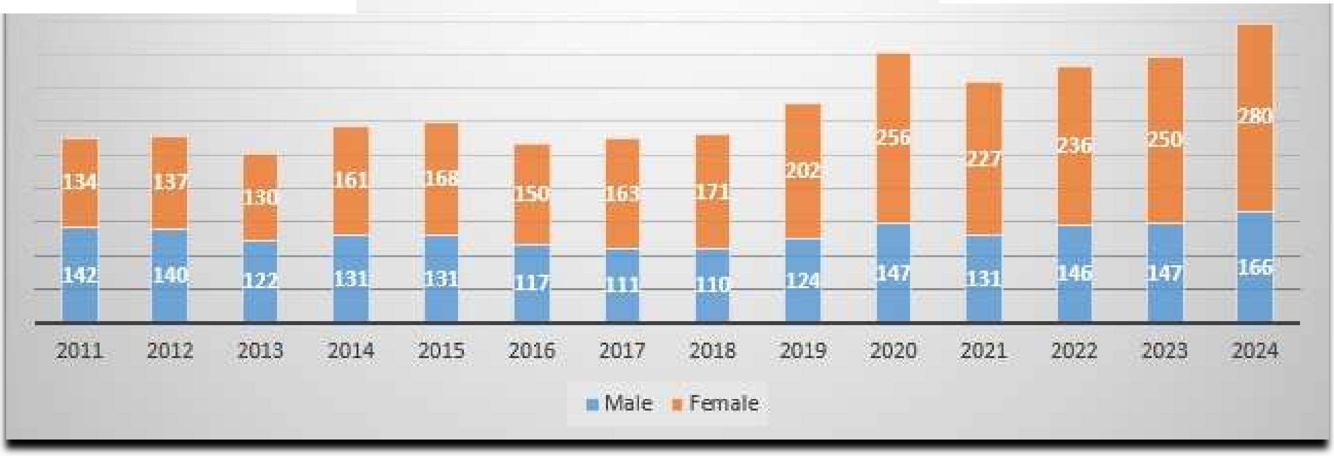

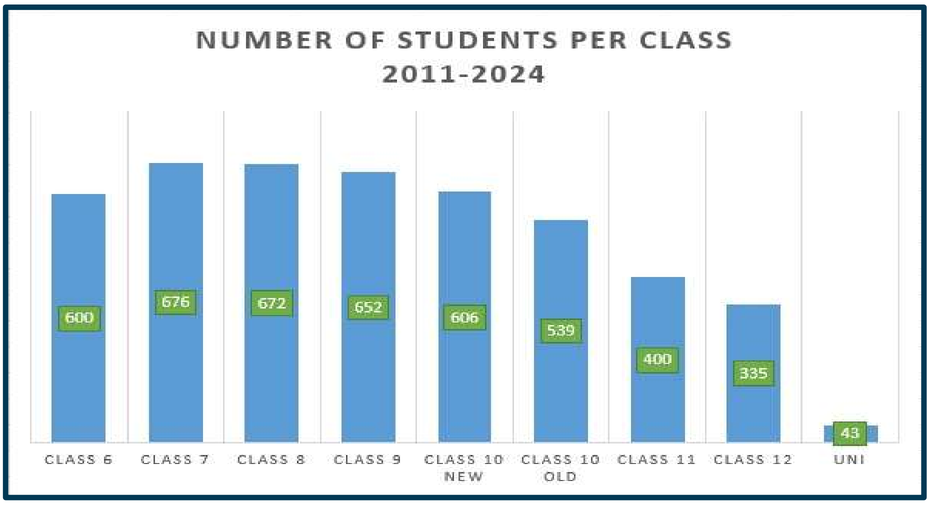

Erst wenn ein Schüler/Schülerin in der sechsten Klasse ist, kann er/sie mit unserer Unterstützung rechnen, und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn die Noten gut sind, geben wir das Stipendium bis zur 12ten Klasse. Beim Einschreiben in eine Universität helfen wir mit einem Eimalbetrag von 20000 Taka, wenn Geldmittel verfügbar sind.

ষষ্ঠ ক্লাশ থেকে বৃত্তি দেওয়া শুরু করি আমরা, যদি প্রয়োজনীয় শর্ত পুরণ হয়। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলে উচ্চ মাধ্যমিক অবধি বৃত্তি দেয়া হয়। যদি আমাদের হতে যাথেষ্ট টাকা থাকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ও এককালীন ২০০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করি আমরা।

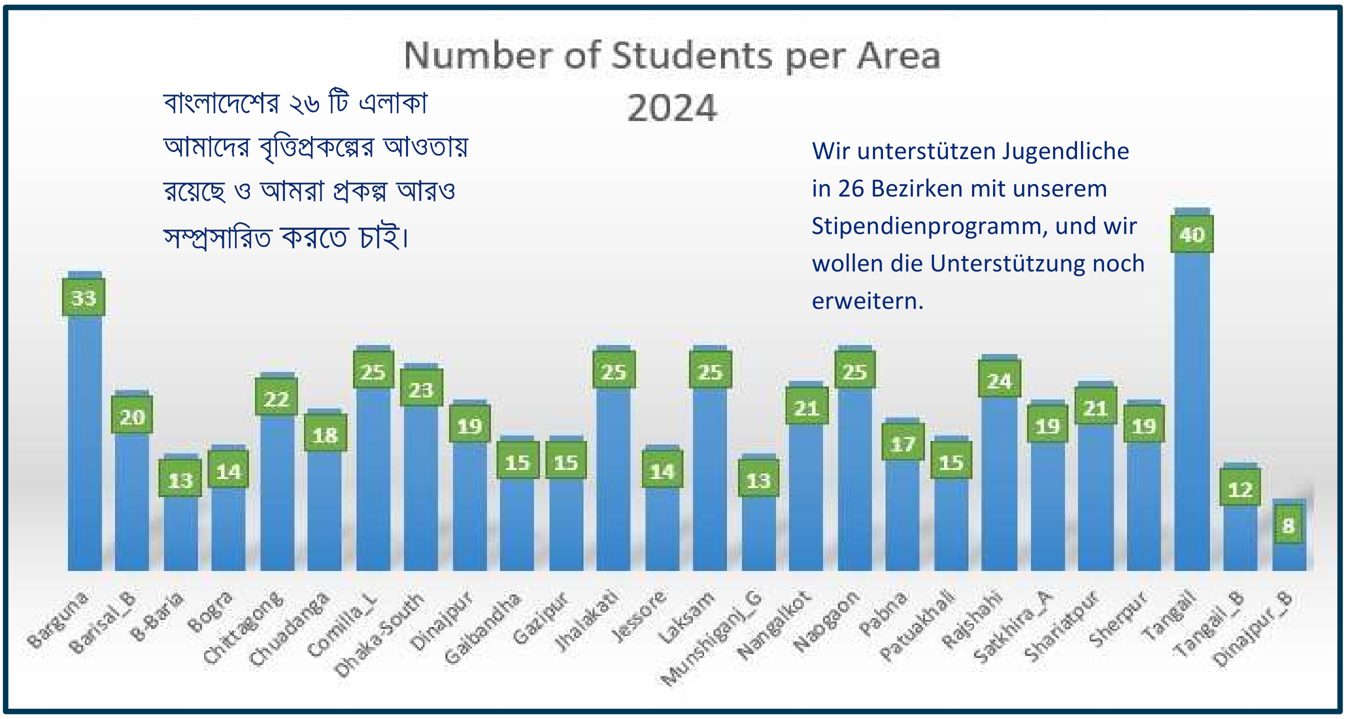

বাংলাদেশের ২৬ টি এলাকা আমাদের বৃত্তিপ্রকল্পের আওতায় রয়েছে ও আমরা প্রকল্প আরও সম্প্রসারিত করতে চাই।

Wir unterstützen Jugendliche in 26 Bezirken mit unserem Stipendienprogramm, und wir wollen die Unterstützung noch erweitern.

Abu Zahid ist Stipendiat der Bangladesch Jugendförderung. Sein Vater ist ein Tagelöhner, der seit 2022 erkrankt ist. Derzeit ist seine Mutter auch krank, sodass nun beide Eltern arbeitsunfähig sind. Obwohl er aus einer so bedürftigen Familie stammt, hat er es trotzdem geschafft, an der Kushtia Universität zugelassen zu werden, nachdem er die Prüfung der HSC bestanden hatte. Zahid will Arzt werden.
Abu Zahid sagte: "Seit 2020 bekomme ich das Stipendium der Bangladesch Jugendförderung. Durch dieses Stipendium habe ich SSC und HSC-Abschlüsse mit guten Ergebnissen bestanden.
Über die Bangladesch Jugendförderung sagte Zahid: "Es gibt viele arme, aber begabte Schüler in diesem Land. Wenn diese Organisation in der Lage ist, ihre Hilfe zu erweitern, dann werden viele Studenten in der Lage sein, nicht zuletzt eine gute Rolle in der Gesamtentwicklung von Bangladesch zu spielen.

আবু জাহিদ বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফ্যোর্ডারুং এক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। তার বাবা একজন দিনমজুর। ২০২২ সাল থেকেই তিনি অসুস্থ। বর্তমানে মা ও অসুস্থ ও দুজনেই শারীরিকভাবে কর্মক্ষম নন। এমনি এক দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের সদস্য হয়েও আবু জাহিদ জিপিএ-৫ পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরেছেন। জাহিদ একজন ডাক্তার হতে চান।
আবু জাহিদ বলেন, আমি ২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফ্যোর্ডারুংএর বৃত্তি পাচ্ছি। এই বৃত্তির মাধ্যমেই আমি আমার পড়াশোনার খরচ চালিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করে উত্তীর্ণ হয়েছি।
বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফ্যোর্ডারুং সম্পর্কে জাহিদ বলেন, এ দেশে প্রচুর দরিদ্র কিন্তু মেধাবী ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। এই সংস্থাটি যদি আরও প্রসারিত হয়ে তাদেরকেও সাহায্য করতে সক্ষম হয়, তাহলে এসব ছাত্রছাত্রীও বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

নাইমা আক্তার জিম সপ্তম ক্লাস থেকে বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফ্যোর্ডারুংএর বৃত্তি পাচ্ছেন। এবছর খুব ভালো ফলাফল করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন জিম। একমাত্র সমাজবিজ্ঞানে ৮৫% বাদে বাকি প্রতিটি বিষয়েই ৯০% এর বেশি নম্বর পেয়েছেন তিনি।
নাইমা বলেন, আমার বাবার আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো নয়। সুতরাং এই বৃত্তি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় অবদান রেখেছে। এর উপর ভরসা করে ভবিষ্যতেও আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাবার সাহস পাই। বৃত্তির এই অর্থ দিয়েই আমি আমার ব্যক্তিগত ও পড়াশোনার খরচ চালাই। আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই ও আশা করি এদেশের আরও অনেক গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী এই সংস্থার সাহায্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে।

Naima Akhter Jim erhält seit der 7. Klasse ein Stipendium der Bangladesch Jugendförderung. In diesem Jahr hat Jim die SSC-Prüfung mit sehr guten Ergebnissen bestanden. Sie erzielte in allen Fächern mehr als 90 % und 85 % in Soziologie.
Naima sagte: "Die finanzielle Situation meines Vaters ist nicht sehr gut. Dieses Stipendium hat also einen dringend benötigten Beitrag geleistet, um meine Schulausbildung abschließen zu können. Darauf aufbauend bekomme ich nun den Mut, ein Studium aufzunehmen. Mit dem Stipendiengeld bestreite ich meine persönlichen und Bildungsausgaben. Ich spreche dieser Institution meine Dankbarkeit aus und hoffe, dass noch viele arme und begabte Studenten dieses Landes mit Hilfe dieser Institution ihre Zukunft aufbauen können.

Abdullah bekam die Möglichkeit, am Barisal Medical College zu studieren.
Abdullah sagt: "Ich habe die SSC und die HSC-Prüfung an meiner Dorfschule bestanden. Ich wusste, dass es einen Mangel an Lehrern in ländlichen Schulen gibt. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Es überstieg meine Kapazität oder die meiner Familie, irgendwo außerhalb zu studieren. Mein Vater ist Tagelöhner und der Alleinverdiener unserer Familie. Er ist an Asthma erkrankt. Es war sehr schwierig für ihn, seine Familie zu ernähren. Während meines Studiums musste sich mein Vater zweimal einer Augenoperation unterziehen und meine Mutter zweimal. Schließlich war es für mich sehr schwer, mein Studium fortzusetzen. Ich habe auch versucht, meine Familie zu helfen, indem ich etwas Geld verdiene. In dieser Situation hat das Stipendium der Bangladesch Jugendförderung einen besonderen Beitrag geleistet. Wenn ich dieses Stipendium nicht bekommen würde, müsste ich vielleicht mein Studium abbrechen und einen anderen Weg finden, um der Familie zu helfen. Dafür danke ich der Bangladesch Jugendförderung sehr herzlich. Hoffentlich können Sie armen Studenten, die bereit sind zu studieren, auf diese Weise noch mehr helfen.

আবদুল্লাহ বরিশাল মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছেন।
আবদুল্লাহ বলেন, আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আমার গ্রামের স্কুল থেকেই দিয়েছি। আমি জানতাম, গ্রামের স্কুল ও কলেজে শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। কিন্তু তারপরও সেটি আমাকে মেনে নিতে হয়েছে। বাইরে কোথাও পড়াশোনা চালানো আমার বা আমার পরিবারের সামর্থ্যের বাইরে। আমার বাবা একজন দিনমজুর ও আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি হাঁপানি রোগে অসুস্থ। তাঁর পক্ষে পরিবারের ভরণপোষণ চালানোই খুব কষ্টসাধ্য ছিল। আমার পড়াশোনার সময়েই আমার বাবা দুই বার ও মাকে দুইবার চোখের অপারেশন করাতে হয়েছে। পরিণামে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াই হুমকির মুখোমুখি হয়। আমি নিজেও কিছু আয় করে সংসারে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফ্যোর্ডারুংএর বৃত্তি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বিশেষ অবদান রেখেছে। এই বৃত্তি না পেলে হয়তো পড়াশোনা ছেড়ে পরিবারের স্বার্থে অন্য কোনও পথ খুঁজতে হতো। সেকারণে বাংলাদেশ ইউগেন্ড ফ্যোর্ডারুংকে ধন্যবাদ ও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, তারা এভাবে আরও অনেক পড়াশোনায় ইচ্ছুক দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে।